Pratidhwani the Echo
A Peer-Reviewed International Journal of Humanities & Social Science
ISSN: 2278-5264 (Online) 2321-9319 (Print)
***Impact Factor: 6.28** (Index Copernicus International)*
Volume-X, Issue-I, October 2021, Page No.26-34
Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Karimganj, Assam, India
Website: http://www.thecho.in

ন্যায়-বৈশেষিক সম্মত সামান্য পদার্থ: একটিসমীক্ষা

চন্দন কুমার মন্ডল
সহকারী শিক্ষক, সাকনারা হাইস্কুল, পূর্ব বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

Abstract

Nyāya-Vaiśheṣikaphilosophy recognizes seven categories or padārtha .The fourth category is sāmānyaor jātior community.It is a class-concept,class-essence or universal. It is the common character of the thing which falls under the same class.Nyāya-Vaiśheṣikaenunciate the realistic theory of the univrersal. According to them universal's are eternal (nitya) entities, one (eka) and which are distinct from, but inhere in many individuals (anekānugata).It should be noted that no definition containing jātiis given in connection with the last four padārthas (sāmānya, viśheṣa,samavāya&abhāva),because jātidose not abide in them at all. It is only dravya,guṇs& karma that can have jāti.Sāmānyais of three kinds:parasāmānya (sattā),aparasāmānya (prithivitva)&porāparsāmānya (dravyatva).BuddhisticApohavādais nominalism.According to it,theuniversals are only name and not reals.It is only a name with the negative connotation. Though sāmānyais accepted positively in Sāṇkhya philosophy, but the eminent philosophers of Vaiśheṣikahave not accepted it as different categories. According to Shaṇkara(AdvaitaVedānta) jāti&upādhi both are unacceptable. A jātiis a distinct category of Nyāya-Vaiśheṣikaphilosophy, and is defined as eternal and inherent (samavāya) in many things. But Vedānta denies such generic attributes (jāti),According to it,jarhood(ghatatva) is the sum total of the characteristic of a jar, which distinguishes it from other things. It is not eternal. So in this paper I would like to exhibit the Nyāya-Vaiśheṣikaschool is an advocate of realism. It believes that both particular and universals are separately real.

Keywords:buddhyapekṣa,nityamekamanekānugatam,sattājāti,dravyguṇakarmavrtti,apoh avāda,anuvrttipratyakāranam, jāti-bādhaka.

বহু প্রাচীন কাল থেকেই ভারতীয় ও পাশ্চাত্য দর্শনে 'সামান্য' (Universal) বিষয়ক আধিবিদ্যক মতবাদ (The Theory of Metaphysics) এর চর্চা ও চর্যার- উভয়েরই পর্যালোচনা হয়েছে। ভারতীয় দর্শনের অনেক সম্প্রদায় সামান্যকে পৃথক পদার্থ হিসাবে স্বীকার করলেও অন্যান্য সম্প্রদায় সামান্যকে অস্বীকার করেন। আমার এই প্রবন্ধে পূর্বপক্ষী বৌদ্ধ, অদ্বৈতবেদান্ত ও সাংখ্য দর্শনে সামান্য বিষয়ক মতবাদ খন্ডন পূর্বক ন্যায়-বৈশেষিক স্বীকৃত পৃথক ভাব পদার্থ রূপে সামান্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

বৈশেষিক দর্শনে যে সাতটি পদার্থ (দ্রব্য, গুণ, কর্ম, সামান্য, বিশেষ, সমবায় ও অভাব) স্বীকার করা হয়েছে, তার মধ্যে 'সামান্য' হল চতুর্থ ভাব পদার্থ। এমনকি ন্যায়ভাষ্যকার বাৎস্যায়নও প্রমেয় সূত্রে দ্রব্যাদি ষট্ পদার্থের মধ্যে সামান্যের উল্লেখ করেছেন। সূত্রে ও ভাষ্যে 'সমানানং ভাবঃ'- এইরূপ অর্থে 'সামান্য' শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়। ব্যুৎপত্তিগত ভাবে 'সমান' শব্দের উত্তর 'স্যঙ্' প্রত্যয় করে সামান্য শব্দটি নিষ্পন্ন হয়। এই অর্থে সামান্য শব্দের অর্থ সাধারণ ধর্ম। কিন্তু 'সাধারণ ধর্ম' অর্থে বৈশেষিক দর্শনের পদার্থ তালিকায় সামান্য শব্দটি স্থান পায়নি। সামান্য বলতে ন্যায়-বৈশেষিকগণ 'জাতি' অর্থে গণ্য করেছেন। অর্থাৎ 'সামান্য' ও 'জাতি' সমার্থক শব্দ। মহর্ষি গৌতমের মতে 'সমানপ্রসবাত্মিকা জাতি:'।[১] অর্থাৎ যা সমান বুদ্ধি উৎপন্ন করে- এই রূপ পদার্থই হল জাতি। গোত্ব প্রভৃতি জাতি তাঁর সমস্ত আশ্রয়ে সমান বুদ্ধি প্রসব করে, এই জন্যই জাতি হল 'সমান প্রসবাত্মিকা'। জাতিতে ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তিগত একাকার জ্ঞান উৎপন্ন হলেও তিনি জাতিকে জ্ঞানের জনক বলেননি, জাতিকে একমাত্র অনুবৃত্তি জ্ঞানের জনক বলেছেন। কিন্তু মহর্ষি কণাদ জাতিকে 'সামান্য' ও 'বিশেষ'- দুই প্রকার জ্ঞানের জনক বলেছেন(সামান্যং-বিশেষ ইতি বুদ্ধ্যপেক্ষম্)।[২] অর্থাৎ সামান্য ও বিশেষ এই দুইটি জ্ঞানের অপেক্ষা করে। শঙ্করমিশ্র তাঁর 'উপস্কার' টীকায় বলেছেন, 'অনুবৃত্তিবুদ্ধি: সামান্যস্য ব্যাবৃত্তবুদ্ধি র্বিশেষস্য'[৩] অর্থাৎ অনুগতবুদ্ধি সামান্যের এবং ব্যাবৃত্তবুদ্ধি বিশেষের লক্ষণ। যা একস্থানে সামান্য, অন্যস্থানে সেটি বিশেষ বলে গণ্য করা হয়। ন্যায়সূত্রের জাতি লক্ষণের যে অসম্পূর্ণতা, সেটি খন্ডন করে বাৎস্যায়ন ন্যায়ভাষ্যে কণাদের মতকেই স্বীকার করে বলেছেন, প্রতিটি ব্যক্তির মধ্যে এমন কোনোও ধর্ম আছে, যা প্রতিটি গোরুর মধ্যে একাকার জ্ঞান জন্মায়, এইরূপ 'সামান্য-বিশেষ' জাতি রূপে সামান্যও ব্যাবৃত্তি বুদ্ধির জনক হয়।[৪]

বিশ্বনাথ 'মুক্তাবলী' টীকায় সামান্যের লক্ষণে বলেছেন, 'নিত্যত্বে সতি অনেকসমবেতত্বম্'।[৫] অর্থাৎ যা নিত্য এবং অনেক ব্যক্তি ও বস্তুতে সমবায় সম্বন্ধে থাকে, তাই হল সামান্য। সংযোগ, বিভাগ প্রভৃতিতে সামান্যের লক্ষণে অতিব্যাপ্তি দোষ নিবারণের জন্য 'নিত্যত্ব' পদটি দেওয়া হয়েছে। গগন, পরমাণু, কাল প্রভৃতি এই সমস্ত নিত্য দ্রব্যের পরিমাণ, সংখ্যা প্রভৃতি গুণ গুলিতে সামান্যের লক্ষণে অতিব্যাপ্তি দোষ নিবারণের জন্য 'অনেক' পদটি দেওয়া হয়েছে। অত্যন্তাভাবে অতিব্যাপ্তি দোষ নিবারণের জন্য সামান্যের লক্ষণে 'সমবেতত্ব' পদটি দেওয়া হয়েছে। আচার্য উদয়ন তাঁর 'কিরণাবলী' গ্রন্থে সামান্য প্রসঙ্গে বলেছেন, যে সব ব্যক্তি সমান বা তুল্য ধর্ম বিশিষ্ট এবং যা স্বাভাবিক ও অনাগন্তুক ধর্ম, তাই হল সামান্য। এই অনাগন্তুক ধর্ম ঘটত্ব, পটত্ব প্রভৃতি জাতিগুলি সমবায় সম্বন্ধে সাক্ষাদ্ভাবে ঘট, পট প্রভৃতি ব্যক্তিসমূহে আশ্রিত হয়ে থাকে, বলে ঘটত্বাদি সামান্য হল ঘটাদি ব্যক্তির অনাগন্তুক বা স্বাভাবিক ধর্ম। এই কারণে তিনি সামান্যকে নিত্য, এক এবং অনেকবৃত্তি বলেছেন।[৬]

অন্নম্ ভট্ট তাঁর 'তর্কসংগ্রহ' গ্রন্থে সামান্যের লক্ষণে বলেছেন, 'নিত্যম্ একম্ অনেকানুগতং সামান্যম্'।[৭] এই লক্ষণ থেকে মনে হয় তিনিও আচার্য উদয়নের ন্যায় সামান্যকে ব্যাখ্যা করেছেন। কিন্তু অন্নম্ ভট্টের মতে, সামান্যের লক্ষণে উল্লিখিত 'এক' পদটি সামান্যের স্বরূপমাত্র, লক্ষণসূচক বা ব্যাবর্ত্তক নয়। এই কারণে তিনি 'দীপিকা' টীকায়' নিত্য' ও 'অনেকানুগত 'পদদ্বয়ের ব্যাখ্যায় বলেছেন যে, সংযোগাদিতে অতিব্যাপ্তি বারণের জন্য 'নিত্যম্' এবং পরমাণুর পরিমাণে অতিব্যাপ্তি বারণের জন্য 'অনেকানুগত'- পদ দেওয়া হয়েছে।[৮] যদিও তর্কসংগ্রকার 'অনেকানুগত' বলতে যা বোঝাতে চেয়েছেন, কিরণাবলীকার তাকেই 'অনেকবৃত্তিত্ব' বলেছেন। আচার্য উদয়ন ও অন্নম্ ভট্ট দুজনেই সামান্যকে 'এক' বললেও অন্নম্ ভট্ট 'এক' পদটির তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেননি। কিন্তু 'কিরণাবলী গ্রন্থের টীকাকার বর্ধমানোপাধ্যায় রচিত 'প্রকাশ' টীকা-

অনুযায়ী 'এক' পদটির দ্বারা সামান্যকে অসহায় বলা হয়েছে। অর্থাৎ সামান্য নিষ্প্রতিযোগিক। অভাব ও সমবায় প্রতিযোগী সম্বন্ধে নিত্যসম্বন্ধী, সামান্য বা জাতি কিন্তু ঐরূপ নয়।[৯] অভাবকে আমরা 'ঘটের অভাব', 'পটের অভাব' ইত্যাদি প্রকারে প্রতিযোগীর দ্বারা বিশেষিত ভাবেই জানি। সমবায় সম্বন্ধের ক্ষেত্রেও 'ঘটের সম্বন্ধ', 'পটের সম্বন্ধ' এইভাবেই আমাদের জ্ঞান হয়। কিন্তু সামান্যকে এইভাবে জানা যায় না বলে প্রতিযোগী সাপেক্ষ নয়।

ন্যায়-বৈশেষিক মতে, জাতি বা সামান্য দ্রব্য, গুণ ও কর্মে সমবায় সম্বন্ধে থাকে। ব্যক্তির মধ্যে দিয়েই জাতি প্রকাশিত হয়। কেননা জাতির অভিব্যঞ্জক হল ব্যক্তি। আশ্রয় ব্যক্তিসমূহের শত পরিবর্তনেও আশ্রিত সামান্যের কোনো পরিবর্তন হয় না। ব্যক্তির উৎপত্তি ও বিনাশে জাতির উৎপত্তি ও বিনাশ হয় না। ব্যক্তিসমূহ অনিত্য হলেও জাতি নিত্য। ব্যক্তি না থাকলেও সামান্য থাকতে পারে। কিন্তু সামান্য না থাকলে ব্যক্তি থাকে না। প্রতিটি শ্রেণির জন্য একটি সামান্যই থাকে, একাধিক নয়। যদি প্রতিটি ব্যক্তির উৎপত্তি-বিনাশে ভিন্ন ভিন্ন সামান্যকে স্বীকার করতে হয়, তাহলে গৌরব দোষ হয়। এই কারণে লাঘব নীতি অনুসারে সামান্যকে এক বলতে হয়। তাছাড়া সামান্যের আর কোনো সামান্য হয় না। যদি সামান্যের সামান্য স্বীকার করতে হয়, তাহলে সেই সামান্যকে স্বীকার করার জন্য অন্য আর একটি সামান্যকে স্বীকার করতে হবে- এইভাবে চলতে থাকলে অনবস্থা দোষ হয়। এই দোষ পরিহারের জন্য সামান্যকে সামান্যহীন বলা হয়েছে। অনুরূপভাবে 'বিশেষ', 'সমবায়' ও 'অভাব' পদার্থেও সামান্য থাকে না। কেননা 'বিশেষ' পদার্থের 'বিশেষত্ব' নামক জাতি স্বীকৃত হলে বিশেষ অনুগত ধর্মের আশ্রয় হওয়ায় স্বতো-ব্যাবৃত্তত্ব ধর্মের অনধিকরণ হয়ে পড়ে। এর ফলে তার স্বরূপেরই বিনাশ হয়। এই কারণে বিশেষত্বকে জাতি বলা যায় না। সমবায়ত্ব ও অভাবত্ব-এরাও জাতি নয়। জাতি হতে গেলে ব্যক্তিতে সমবায় সম্বন্ধে থাকতে হবে। কিন্তু সমবায় ও অভাবে সমবায় সম্বন্ধের অভাব থাকে। এই জন্য সমবায়ত্ব ও অভাবত্ব জাতি নয়, উপাধিমাত্র। ন্যায়-বৈশেষিক মতে জাতি ও উপাধি এক নয়। জাতিরূপ সামান্য ধর্ম হচ্ছে ব্যক্তি বা বস্তুর স্বাভাবিক ও অপরিহার্য ধর্ম, কিন্তু উপাধি হল ব্যক্তি বা বস্তুর কৃত্রিম বা আগন্তুক ধর্ম। যেমন- ঘটত্ব হল জাতি। কেননা তা সব ঘট নামক বস্তুর স্বাভাবিক ও অপরিহার্য ধর্ম। কিন্তু অন্ধত্ব হচ্ছে উপাধি, কেননা তা সব মানুষের স্বাভাবিক ও অপরিহার্য ধর্ম নয়। অন্ধত্বের কারণ হিসাবে কোন ব্যাধি বা আঘাত জনিত নামক কৃত্রিম বা আগন্তুক ধর্ম থাকে। এই উপাধিকে আবার জাতিবাধকও বলা হয়ে থাকে। আচার্য উদয়ন তাঁর 'কিরণাবলী' গ্রন্থে ব্যক্তির অভেদ, তুল্যত্ব, সঙ্কর, অনবস্থা, রূপহানি এবং অসম্বন্ধ- এই ছয় প্রকার জাতিবাধক বা উপাধির উল্লেখ করেছেন।

সামান্যের বা জাতির প্রকারভেদ বিষয়ে ন্যায়-বৈশেষিক দার্শনিকদের মধ্যে মতপার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। 'কিরণাবলী' গ্রন্থের 'প্রকাশ' টীকায় 'সমানাধিকরণ ও 'অসমানাধিকরণ'- এই দুই প্রকার জাতি স্বীকার করে সমানাধিকরণ জাতি কে আবার 'পর' ও 'অপর'- ভেদে স্বীকার করা হয়েছে।[১০] ভাষ্যকার প্রশস্তপাদ-এর মতে 'সামান্যং দ্বিবিধং পরমপরঞ্চ। অর্থাৎ সামান্য দুই প্রকার-পর ও অপর। সত্তা হল পরসামান্য। কারণ এই সামান্যের অন্তর্গত ব্যক্তির সংখ্যা সর্বাধিক এই জন্য সত্তা কেবলমাত্র অনুবৃত্তি প্রত্যয়ের কারণ হয় বলে, তা কেবল সামান্যই। অন্যদিকে দ্রব্যত্ব, গুণত্ব, কর্মত্ব সামান্য অল্পবিষয়ক বলে অপর সামান্য। এই কারণে দ্রব্যত্বাদি কোনো কোনো সামান্য অনুবৃত্তি ও ব্যাবৃত্তি উভয়েই কারণ হয় বলে এই সামান্য গুলিকে 'সামান্য-বিশেষ' বলা হয়।[১১] অন্নমভট্ট এবং বিশ্বনাথ উভয়েই 'পর' ও 'অপর'- এই দুই প্রকার সামান্য স্বীকার করেন।[১২(ক-খ)] 'মুক্তাবলী' টীকায় বিশ্বনাথ পর সামান্যকে অধিকদেশবৃত্তি এবং অপর সামান্যকে

অল্পদেশবৃত্তি বলেছেন। জগদীশ তর্কালঙ্কারের মতে সামান্য তিন প্রকার যথা- ব্যাপক (পরা-সত্তা), ব্যাপ্য (অপরা-ঘটত্বাদি) এবং ব্যাপ্যব্যাপক (পরাপরাত্মক-দ্রব্যত্বাদি)।[১৩] শিবাদিত্য মিশ্রের মতে সামান্য ত্রিবিধ, যথা-পর সামান্য, অপর সামান্য এবং পরাপর সামান্য। পর সামান্য হল ব্যাপকতাবিশিষ্ট; তার ব্যাপকতায় অন্য কিছু পরিব্যাপ্ত হলেও, নিজে সে অন্য কিছুর দ্বারা পরিব্যাপ্ত হয় না। যেমন্- সত্তা জাতি। অপর সামান্য অন্যের দ্বারা সব সময় পরিব্যাপ্ত হয়, কিন্তু অন্য কাউকে সে পরিব্যাপ্ত করতে পারে না। যেমন- পৃথিবীত্ব। পরাপর সামান্য অন্যকে পরিব্যাপ্ত করে এবং নিজেও পরিব্যাপ্ত হয়। যেমন-দ্রব্যত্ব।[১৪]

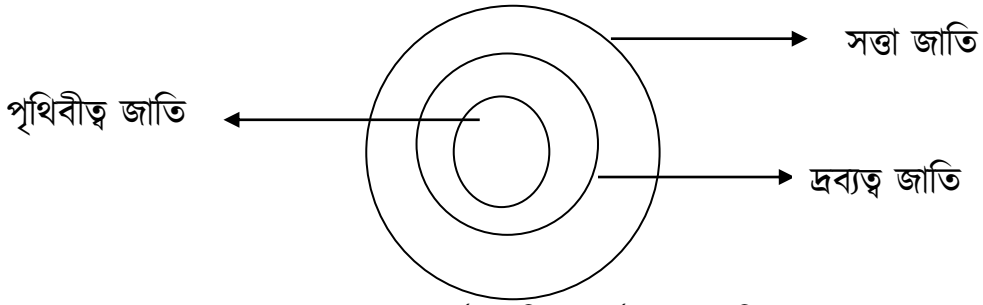

'সত্তা' নামক পরসামান্য দ্রব্য, গুণ ও কর্ম প্রভৃতি পদার্থ পরস্পর ভিন্ন হলেও 'সৎ' 'সৎ' রূপে তাদের অনুবৃত্তি জ্ঞান হয়। এই কারণে দ্রব্যাদি পদার্থকে 'সৎ' রূপেই জানি বলে 'সৎ' 'সৎ' রূপে অনুবৃত্তি জ্ঞান কোনো এক পদার্থের জন্যই হয়। সেই পদার্থবিশেষ হল সত্তা। এই সত্তা দ্রব্যাদি তিনটি পদার্থে অনুবৃত্তি জ্ঞানের জনক বলে, তাকে সামান্য বলা হয়। অর্থাৎ দ্রব্যে দ্রব্যত্ব, গুণে গুণত্ব ও কর্মে কর্মত্ব থাকে – অন্য কোথাও থাকে না। যেহেতু এই তিন পদার্থে যে একটি জাতি থাকে, সেই হেতু এটি নাম সত্তা। ন্যায়কন্দলীকারের মতে, যদিও প্রত্যক্ষের দ্বারা সত্তার জ্ঞান হলেও যারা সত্তার প্রত্যক্ষ স্বীকার করে না তাদের জন্য অনুমান প্রদর্শিত হয়েছে।[১৫] এই অনুমানটি হল- দ্রব্য, গুণ, কর্মে 'ইহা সৎ', 'ইহা সৎ' এই রূপ জ্ঞানের একাকারটি (পক্ষ) দ্রব্যাদি থেকে ভিন্ন পদার্থের জ্ঞাননিমিত্তক (সাধ্য) এবং একাকারজ্ঞানত্ব হল হেতু। পরস্পর ভিন্ন চর্ম, কম্বল, বস্ত্র, প্রভৃতিতে একটি নীল বস্তুর সম্বন্ধ থাকলে নীল জ্ঞানের অনুবৃত্তি রূপ প্রতীতি হয়। যেহেতু সত্তা, দ্রব্যাদি প্রভৃতিতে জ্ঞানের অনুবৃত্তি হলেও ব্যাবৃত্তি হয় না। সেই হেতু সত্তা সামান্যই হয়, বিশেষ নয়।

ভাষ্যকার প্রশস্তপাদ 'অনুবৃত্তিপ্রত্যয়কারণম্'-পদের দ্বারা সামান্যের অস্তিত্ব প্রমাণ করেছেন। যদিও কিরণাবলীকার 'প্রমাণং সূচিয়তি অনুবৃত্তিপ্রত্যয়কারণমিতি'।[১৬] এই পদের দ্বারাও সামান্য প্রমাণের সূচনা করে বলেছেন যে, যদি সামান্য না থাকত তাহলে বিভিন্ন ব্যক্তিতে যে অনুগতকার প্রত্যয় হয় তা কখনই সম্ভব হত না। যেমন –বিভিন্ন ঘটকে দেখে আমাদের 'এইগুলি সব ঘট'- এরূপ অনুগত প্রতীতি হয়। যদি বিষয় (ঘট) না থাকত তাহলে বিষয়ের প্রতীতি সম্ভব হত না। ভিন্ন ভিন্ন ঘট ব্যক্তি এই প্রতীতির বিষয় হয় না। অতত্রব প্রতীতির বিষয়রূপে সমস্ত ঘটের সাধারণ ধর্মরূপে ঘটত্ব সামান্য স্বীকার করতে হয়।

ন্যায়-বৈশেষিক মতে সামান্য স্বীকার না করলে অনুবৃত্ত প্রত্যয় নির্বিষয় হয়ে পড়ে। এই যুক্তির প্রতিবাদে বৌদ্ধগণ বলেন যে, অন্যাপোহ অর্থাৎ অতদ্ব্যাবৃত্তি বিষয়ক হবে।[১৭] বৌদ্ধ দার্শনিক রত্নকীর্তি বলেছেন- 'অপোহনমপোহ ইত্যন্যব্যাবৃত্তিমাত্রম্'। অর্থাৎ অন্যব্যাবৃত্তির নাম অন্যপোহ। এখানে 'ব্যাবৃত্তি' বলতে ভেদ এবং 'অন্যব্যাবৃত্তি' বলতে অন্য ভেদ বোঝায়। কোনো পটে পটের ভেদ নেই। অ-পটের ভেদ প্রতি পটে অনুগত হয়ে আছে। এই ভেদ যদি পট, পট- এইরূপ অনুগত প্রতীতির বিষয় হয়, তবে অতিরিক্ত

অনুগত পটত্ব জাতি স্বীকারের প্রয়োজন নেই। 'অয়ং পট' এই ব্যবহার অ-পট থেকে ভিন্ন (এই পটটি অ-পট ব্যাবৃত্ত) এই অনুভব হয়ে থাকে। এই কারণে অনুগত প্রতীতির বিষয় হল অন্যাপোহ বা অপোহ বা অভিন্নের পরিত্যাগ বা নিষেধ। এছাড়া অন্য কোনো অনুগত সামান্য নেই। 'মানুষ' শব্দের যদি কোনো অর্থ থাকে তাহলে সেটি হবে অ-মানুষ ব্যাবৃত্তি। বৌদ্ধদের এই মতবাদ অপোহবাদ (নামবাদ) নামে পরিচিতি। বৌদ্ধ দর্শনে 'অপোহ' শব্দটি নিবৃত্তি বা ব্যাবৃত্তি বা অভাব অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

এইরূপ 'অপোহবাদ' খন্ডনে ন্যায়-বৈশেষিক দার্শনিকগণ বলেছেন যে, অন্যাপোহ অনুগত প্রতীতির বিষয় হয় না। যদি ঘট পূর্বে সিদ্ধ না হয়, তাহলে অ-ঘট বা অ-ঘটব্যাবৃত্তি সিদ্ধ হয় না। যদি ঘট পূর্বে সিদ্ধ হয় তাহলে ঘটত্ব বিশিষ্ট হয়েই সিদ্ধ হয়েছে। এই ঘটত্বই অনুগত প্রতীতির বিষয় হবে, অন্যপোহ নয়। ন্যায়কন্দলীকার উক্ত যুক্তি সমর্থন করে বলেছেন, গরু সিদ্ধ হলে তার অপোহ হবে, যেহেতু গোহপোহটি গোরুর নিষেধ স্বরূপ। নঞের দ্বারা গোরুর স্বরূপ নিষিদ্ধ হবে- এই ভাবে গরুর স্বরূপ বলতে হবে। গোরু অসিদ্ধ হলে অ-গরু সিদ্ধ হয় না। অগরু সিদ্ধ না হলে গরু সিদ্ধ হবে কি করে?[১৮] যেখানে অনুগত ব্যবহার হয়, সেখানে অনুগত আকারটি গোত্ব ইত্যাদি ভাবরূপেই প্রকাশিত হয়- অন্যনিবৃত্তি বা অগোব্যাবৃত্ত রূপেই প্রকাশিত হয় না- নৈয়ায়িকদের এই যুক্তি খন্ডনে বৌদ্ধরা বলেন-'যদ্যপি নিবৃত্তিমহং প্রত্যেমি ন বিকল্প..... নিবৃত্তিবুদ্ধিরস্মাকমিতি চেৎ'।[১৯] 'আমি অগোনিবৃত্তিকে জানিতেছি' – এইরূপ অনুগত ব্যবহারস্থলে অন্যনিবৃত্তির অনুব্যবসায় হয় না। কেননা বৌদ্ধমতে অনুব্যবসায় অস্বীকৃত হওয়ায় জ্ঞান স্বপ্রকাশ। সুতরাং তাঁদের মতে সবিকল্পক জ্ঞানেই নাম, জাতির উল্লেখ থাকলেও তারা 'গোত্ব' প্রভৃতি ভাবভূত জাতি স্বীকার করেন না। তাসত্ত্বেও 'গরু' 'গরু' এইরূপ অনুগত জ্ঞানের জন্য অতদ্ব্যাবৃত্তিরূপ অলীক পদার্থ স্বীকার করেন।

পুনরায় বৌদ্ধরা নিজেদের যুক্তিকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য নৈয়ায়িক সম্মত একটি দৃষ্টান্ত উল্লেখ করে বলেছেন যে, সকল গরুতে গোত্বরূপ যে সামান্যের জ্ঞান তা 'আমি গোত্বকে জানিতেছি'- এইরূপ অনুব্যবসায় রূপ জ্ঞান স্বীকার না করলেও 'আমি গোরুকে জানিতেছি' এই আকারের অনুব্যবসায় স্বীকার করেন। সেই অনুব্যবসায়ে গরুর সাধারণ ধর্ম গোত্বের জ্ঞান হয়। 'আমি নিবৃত্তিকে জানিতেছি'- এইরূপ বিকল্প স্বীকার না করে বৌদ্ধরা অন্যনিবৃত্তের জ্ঞান হওয়ায় নিবৃত্তির জ্ঞান স্বীকার করেন।

বৌদ্ধদের এই যুক্তি খন্ডন প্রসঙ্গে আচার্য উদয়ন বলেছেন যে, যদি অনুগত ব্যবহারস্থলে গো প্রভৃতির সাধারণ ধর্ম যে গোত্ব প্রকাশ হয় তাহলে সকল গো সাধারণ ধর্মটি ভাবরূপে প্রকাশ হওয়ার পর সামান্য জ্ঞান সিদ্ধ হলে তোমাদের (বৌদ্ধদের) নিবৃত্তি জ্ঞানটি কি রূপে সিদ্ধ হল? এছাড়াও বাস্তবে গরু অগোভিন্ন হলেও অগোভিন্নত্বরূপে জ্ঞানে প্রকাশিত না হয়ে গোত্বরূপভাব পদার্থ রূপেই প্রকাশিত হয়। এর ফলে ভাবরূপ সামান্যই স্বীকার করতে হবে, নিবৃত্তিকে সামান্য বলা যায় না। অতএব বৌদ্ধদের এই অভিমত সিদ্ধ হয় না।[২০]

ন্যায়-বৈশেষিক মতে জাতি বা সামান্য সর্বগত। যেখানে কোনো ব্যক্তি উৎপন্ন হয় সেই ব্যক্তি ঐ জাতির সঙ্গে সম্বন্ধ হয়েই উৎপন্ন হয়; অন্য কোনো ব্যক্তি থেকে জাতি এসে ঐ ব্যক্তির সঙ্গে সম্বন্ধ হয় না। কিন্তু পূর্বপক্ষী বৌদ্ধরা বলেন- 'কিঞ্চ সামান্যং সর্বগতং স্বাশ্রয় সর্বগতং বা?[২১] অর্থাৎ জাতিকে সর্বগত বলা হলে কোন অর্থে বলা হয়? তা কি সর্ব-সর্বগত, না স্বব্যক্তি-সর্বগত? অর্থাৎ জাতি কি সর্বত্র বিদ্যমান না স্বশ্রেণির সর্ব ব্যক্তিতে বিদ্যমান? যে সামান্য সকল ব্যক্তির সকল স্থানেই থাকে তাকে সর্ব-সর্বগত সামান্য বলে। অর্থাৎ সামান্য সর্বত্রই বিদ্যমান হলে মনুষ্যত্বেও গোত্ব আছে বলতে হয়। তাহলে মনুষ্যত্বে গো-বুদ্ধি না হয়ে,

মনুষ্যত্ব বুদ্ধি হয় কেন? অন্যদিকে যে সামান্য নিজ আশ্রয়ের সকল স্থানেই থাকে, তাকে বলে স্বাশ্রয় সর্বগত সামান্য। যেমন-ঘটত্ব কেবল তার স্বশ্রেণির যে ব্যক্তি (ঘট ব্যক্তি) তাতেই থাকে এরূপ বলা হলে একটি উৎপদ্যমান ঘট-ব্যক্তির সঙ্গে ঘটত্বের সম্বন্ধ হয় কি করে? যেহেতু ঘটত্বের কোনো ক্রিয়া থাকতে পারে না, সেইহেতু অন্য ঘট থেকে ঘটত্ব এসে ঐ ঘট-ব্যক্তিতে সম্বন্ধ হতে পারে না। যদি ধরেও নেওয়া যায় যে- সামান্য স্বশ্রব্যক্তি সর্বগত তাহলে প্রশ্ন হবে সেই সামান্য বিভিন্ন ব্যক্তিতে সম্পূর্ণ থাকে না আংশিক ভাবে থাকে? উত্তরে বৈশেষিকগণ বলেন, জাতির স্বভাবই হল প্রত্যেক ব্যক্তিতেই উপস্থিত থাকবে। আর জাতির কোনো অংশ নেই। যদি জাতির অংশ স্বীকার হয় তাহলে জাতি নিত্য হবে না। কিন্তু ন্যায়- বৈশেষিক মতে সামান্য এক, অভিন্ন ও নিত্য। কিন্তু অবয়বী নয়। সুতরাং সামান্যের অংশ অসম্ভব।

সাংখ্য দর্শনে বিধিরূপ বা ভাবরূপে সামান্যকে স্বীকার করা হলেও বৈশেষিকগণের মতো পৃথক পদার্থরূপ সামান্যকে স্বীকার করা হয় না। তাদের মতে সামান্য দ্রব্যেই অন্তর্ভুক্ত। কেননা তারা ধর্ম-ধর্মীর মধ্যে অভেদ স্বীকার করেন, ভেদ স্বীকার করেন না। এপ্রসঙ্গে বিজ্ঞানভিক্ষু বলেন যে, পৃথিবী প্রভৃতি দ্রব্য থেকে প্রকৃতি একটি অতিরিক্ত পদার্থ। অতএব দ্রব্যাদি (দ্রব্য, গুণ, কর্ম, সামান্য, বিশেষ ও সমবায়) ষটপদার্থ মাত্র স্বীকার করা যায় না।[২২] এই কারণে বৈশেষিক স্বীকৃত ষটপদার্থ অসিদ্ধ হওয়ায় সামান্যও অসিদ্ধ হয়েছে বলা যায়। মহর্ষি কপিলের মতে, প্রকৃতি ও পুরুষ উভয়ই নিত্য, তৎভিন্ন সকল পদার্থ অনিত্য।[২৩] কিন্তু বিরুদ্ধবাদীরা বলেন, ঘটপটাদি সামান্য পদার্থের প্রত্যেক ব্যক্তিই অনিত্য। এই কারণে সামান্যরূপে প্রকৃতি-পুরুষের নিত্যতা নেই। কেননা ঘটাদি প্রত্যেক ব্যক্তি অনিত্য হলেও 'সেই এই ঘট' এরূপ ব্যবহারবশত যে প্রত্যভিজ্ঞান হয় তা কিন্তু সামান্যই। এই প্রত্যভিজ্ঞা জ্ঞানের জন্যই সামান্যরূপে প্রকৃতি পুরুষে নিত্যতা সিদ্ধ হয়। অতএব সামান্য বা জাতি নেই একথা বলা যায় না।

অদ্বৈতবেদান্ত মতে জাতি ও উপাধি উভয়ই অস্বীকৃত। এই দুটি শব্দ পরিভাষা মাত্র। জাতি ও উপাধি পদার্থ কোনো প্রমাণের দ্বারা বিষয় হয় না বলে অপ্রামাণিক।[২৪] সবিকল্পক প্রত্যক্ষ প্রমাণের দ্বারা জাতি ও উপাধি সিদ্ধ হয় না। কেননা 'অয়ং ঘট' এইরূপ সবিকল্পক জ্ঞান ঘটত্বাদি জাতির প্রমাণ বলা যায় না। যেহেতু সবিকল্পক জ্ঞান দ্বারা বিশেষ্যে বিশেষণ মাত্র সিদ্ধ হয়। ঐ বিশেষণ যে জাতি- তা কিন্তু প্রমাণ হয় না। কেননা জাতি ভিন্ন পদার্থও বিশেষ্যে বিশেষণ হয়ে পড়ে। এইরূপ অনুগত প্রতীতি দ্বারা বিশেষ্যে অনুগত ধর্ম সিদ্ধ হয়, কিন্তু ঐ অনুগত ধর্ম যে জাতি- তা এর দ্বারা সিদ্ধ হয় না।

অনুমান প্রমাণের দ্বারাও জাতি সিদ্ধ হয় না। কেননা বেদান্তীর মতে ব্রহ্ম ব্যতীত কোনো বস্তু নিত্য নয়, যার ফলে তারা সমবায়কে অস্বীকার করেন। আর সমবায় না থাকলে ঘটাত্বাদি ধর্ম অনেক সমবায় সম্বন্ধে না থাকার জন্য অনেক সমবেত হয় না। তাই ঘটত্বাদিতে সমবেতত্ব নেই। সুতরাং ঘটত্বাদি ধর্ম অনিত্য এবং তাতে নিত্যত্বও নেই। অতএব তাদের মতে ঘটত্বাদিতে নিত্যত্ব সমানাধিকরণ অনেক সমবেতরূপ জাতিত্বের অভাবই আছে।

এর থেকে অদ্বৈতবেদান্তীরা সিদ্ধান্ত করেন যে ঘটত্বাদি জাতি ও উপাধি নয়। জাতি ও উপাধি ছাড়া অনুগত প্রতীতি যে আমাদের হয়, সেটি হল - ব্রহ্মের যে সৎ রূপ সামান্য অংশে ঘটাদি তাদাত্ম্য সম্বন্ধে আবদ্ধ, সেই ঘটাবচ্ছিন্ন চিৎ বা চৈতন্য সকল ঘটেই বিদ্যমান।[২৫] এই অনুগত ঘটাবচ্ছিন্ন চিৎ- তাদাত্ম্যই ঘটত্ব। অতএব বেদান্তী নিত্য এবং অনেক সমবেত রূপে জাতি স্বীকার করেন না। কিন্তু সৎ তাদাত্ম্য বা চিৎ তাদাত্ম্য রূপে জাতি স্বীকার করেন।

পরিশেষে বলা যায় যে, ভারতীয় দর্শনের অন্তর্গত বৌদ্ধ, সাংখ্য ও অদ্বৈতবেদান্ত প্রভৃতি দর্শন সম্প্রদায় ন্যায়-বৈশেষিক স্বীকৃত সামান্য পদার্থকে অস্বীকার করেছেন। কিন্তু সূক্ষ দার্শনিক দৃষ্টিতে বিচার করলে প্রমাণিত হয় যে, তারা প্রত্যক্ষভাবে সামান্যকে স্বীকার না করলেও পরোক্ষভাবে সামান্যকে স্বীকার করেছেন। সাংখ্যরা পৃথক পদার্থ হিসাবে সামান্যকে স্বীকার না করলেও ভাবরূপ বা বিধিরূপে সামান্যকে স্বীকার করেন। মহর্ষ কপিলের মতে, যেহেতু সামান্য রূপে প্রত্যভিজ্ঞার জ্ঞানপ্রসিদ্ধ আছে, সেইহেতু সামান্য পদার্থের অপলাপ যুক্তিযুক্ত নয় (ন 'তদপলাপস্তস্মাৎ'-সাংখ্যপ্রবচনসূত্র-৫/৯২)। বৌদ্ধরা 'অপোহ' বা অভাব অর্থে সামান্যকে অস্বীকার করেছেন। কিন্তু ন্যায়-বৈশেষিক মতে, 'ঘটভাবের অভাব'- এই বাক্যের দ্বারা কিন্তু 'ঘটত্বরূপ ভাবই' প্রকাশিত হয়। কেননা নিষেধের অভাব অর্থাৎ অভাবের অভাব, ভাবই হয়। তাছাড়া সকল গো আশ্রয় সাধারণ বস্তুভূত পদার্থ হিসাবে 'গোত্ব' কে বৌদ্ধরা যাকে অগোপোহ' বলে উল্লেখ করেছেন, বৈশেষিকরাও গোত্বসামান্য বলে তাকেই অভিহিত করেছেন। যার ফলে পদার্থ বিষয়ে উভয়ের মধ্যে কোনো বিরোধ থাকল না। শুধুমাত্র শব্দের ভেদ হয় মাত্র- এই পর্যন্তই। অদ্বৈতবেদান্ত দর্শনে জাতি ও উপাধিকে অপ্রামানিক বললেও সদ্ রূপে অনুগত সামান্য হিসাবে সর্বত্রই ব্রহ্মের সৎরূপ চিৎ বা চৈতন্যই প্রকাশিত হয়। অতএব ঘটাদি তাদাত্ম্য সম্বন্ধে সামান্যই স্বীকৃত হয়েছে। এর থেকে প্রমাণিত হয় যে, ন্যায়-বৈশেষিক স্বীকৃত পৃথক সৎ পদার্থরূপে সামান্যকে স্বীকার না করলে একাকার জ্ঞান বা অনুবৃত্তি জ্ঞানের উৎপত্তি ব্যাখ্যা করা যায় না।

সূত্র নির্দেশ:

১) ন্যায় দর্শন, দ্বিতীয় খন্ড- ২/২/৬৯, পৃ:-৫১৪
২) বৈশেষিক দর্শনম্, ১/২/৩, পৃ: ৭৩
৩) তদেব, উপস্কার: টীকা- ৩, পৃ: ৭৪
৪) যোহথোহনেকত্র প্রত্যয়ানুবৃত্তিনির্মিত্তং, তৎ সামান্যং। যচ্চ কেষাঞ্চিদভেদং কুতশ্চিদ্ ভেদং করোতি, তৎ সামান্যবিশেষো জাতিরিতি- বাৎস্যায়ন ভাষ্য, পৃ: ৫১৪।
৫) ভাষাপরিচ্ছেদ, মুক্তাবলীটীকা-৮-৯, পৃ: ৫১-৫২।
৬) সমানানাং ভাবঃ স্বাভাবিকো নগন্তুকো ধর্ম: সামান্যমিত্যর্থ:। তথাচ ধর্মিণাং বহুত্বে ধর্মস্য চানাগন্তুকত্বে বিবক্ষিতে নিত্যমকেমনেকবৃত্তি সামান্যমিতি সামান্যলক্ষণং সূচিতং ভবতি- কিরণাবলী, পৃ: ২২১
৭) তর্কসংগ্রহ ৮২, পৃ: ২৯৩
৮) সংযোগাদৌ অতিব্যাপ্তিবারণায় নিত্যম্ ইতি। পরমানুপরিমাণাদৌ অতিব্যাপ্তিবারণায় অনেকতি- দীপিকা ৮২, পৃ:-২৯৩
৯) অনেকবৃত্তিত্বমনেকাধারত্বং তচ্চভাবসমবায়য়োরপ্যস্তীত্যত উক্তমেকমসহায়ম্।
অভাবসমবায়রো- প্রতিযোগিসম্বন্ধিনৌ সহায়াবিত্যপরে- প্রকাশ টীকা (কিরণাবলী গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত), পৃ:২২৩।
১০) তদেব, পৃ: ২২৫
১১) তত্র সত্তাসামান্যং পরমনুবৃত্তিপ্রত্যয়কারণমেব। অপরং দ্রব্যত্বগুণত্বকর্মত্বাদি
অনুবৃত্তিব্যাবৃত্তিহেতুত্বাৎ সামান্যং বিশেষশ্চ ভবতি- প্রশস্তপাদভাষ্যম্, পৃ:২০৭

১২) ক) পরমপরং চেতি দ্বিবিধং সামান্যম্- তর্কসংগ্রহ-৬,পৃ:২৮।
খ) পরত্বম্ অধিকদেশ বৃত্তিত্বম্। অপরত্বম্ অল্পদেশ বৃত্তিত্ত্বম্। মুক্তাবলী টীকা-৮-৯, পৃ: ৫৯।

১৩) সামান্যং ত্রিবিধং ব্যাপকং, ব্যাপ্যং, ব্যাপ্যব্যাপকঞ্চ, ব্যাপকং সত্তা, ব্যাপ্যং ঘটত্বাদি, দ্রব্যত্বাদি ব্যাপ্যব্যাপকম্। তর্কামৃত-দ্রব্যনিরূপণ ২৭, পৃ-৩০।

১৪) সপ্তপদার্থী, পৃ-২২

১৫) যদ্যপি প্রত্যক্ষেণ প্রতীয়তে সত্তা তথাপি বিপ্রতিপন্নং প্রত্যনুমানমাহ- 'যথা পরস্পর বিশিষ্টেষু' ইতি। ন্যায়কন্দলী, (প্রশস্তপাদভাষ্যম্ থেকে উদ্ধৃত), পৃ২১০

১৬) কিরণাবলী, (প্রথম খন্ড), পৃ: ২৩০

১৭) অন্যাপোহালম্বন ত্রবেতি- সর্বদর্শন সংগ্রহ (বৌদ্ধদর্শন), পৃ:৬৮।

১৮) সিদ্ধশ্চ গৌরপোহ্যেত গোনিষেধাত্মকশ্চ স:। তত্র গৌরেব বক্তব্যো নঞা য: প্রতিষিধ্যতে গব্যসিদ্ধে ত্বগৌর্নাস্তি তদভাবে তু গৌ: কুত:। ন্যায়কন্দলী (প্রশস্তপাদভাষ্যম্ থেকে উদ্বৃত) পৃ: ২১৪।

১৯) আত্মতত্ত্ববিবেক ১১৪, পৃ: ৩৪৬

২০) হস্ত, সাধারণাকস্ফুরণে বিধিরূপতয়া যদি সামান্যবোধ ব্যবস্থা, কিমায়াতমস্ফুরদভাবাকারে চেতসি নিবৃত্তি প্রতীতিব্যবস্থায়া- তদেব, পৃ: ৩৪৬

২১) বৌদ্ধদর্শন, সর্বদর্শনসংগ্রহ, পৃ:-৬২।

২২) পৃথিব্যাদিনবদ্রব্যেভ্য: প্রকৃতেরতিরেকাচ্চেত্যর্থ:। সাংখ্যপ্রবচন ভাষ্য- ৫/৮৫, পৃ:- ৩৮৮

২৩) প্রকৃতিপুরুষয়োরন্যৎ সর্ব্বমনিত্যম্। সাংখ্যপ্রবচনসূত্র-৫/৭২, পৃ. ১৭২

২৪) জাতিত্বোপাধিত্ব পরিভাষায়াঃ সকলপ্রমাণাগোচরতয়াঽপ্রামাণিকত্বাৎ। বেদান্তপরিভাষা, প্রত্যক্ষপরিচ্ছেদ, পৃ-৪৪।

২৫) সমবায়াসিদ্ধ্যা ব্রহ্মভিন্নাখিল প্রপঞ্চস্যানিত্যতয়া চ নিত্যত্ব সমবেতত্ব ঘটিত-জাতি ত্বস্য ঘটত্বাদাবসিদ্ধেশ্চ। তদেব, পৃ ৪৪-৪৫।

গ্রন্থপঞ্জী:

- ভট্টাচার্য, শ্রীপঞ্চানন তর্করত্ন। বৈশেষিক দর্শনম্। কলিকাতা:বঙ্গবাসী-ইলেক্ট্রোমেসিন প্রেস, ১৩১৩ বঙ্গাব্দ।
- ফণিভূষণ তর্কবাগীশ। ন্যায় দর্শন (দ্বিতীয় খণ্ড)। কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, ২০১৫।
- ভট্টাচার্য, পঞ্চানন শাস্ত্রী। ভাষা-পরিচ্ছেদ। কলকাতা: মহাবোধি বুক এজেন্সি, ২০১৬।
- শাস্ত্রী, গৌরীনাথ। কিরণাবলী (প্রথম খণ্ড) কলিকাতা: পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, ১৯৯০
- মুখোপাধ্যায়, ইন্দিরা। তর্কসংগ্রহ ও তর্কসংগ্রহ দীপিকা। কলিকাতা: প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, ২০০৫।
- মিশ্র, শ্যামাপদ। প্রশস্তপাদভাষ্যম। কলকাতা: দণ্ডিস্বামী দামোদার আশ্রম, ২০১০।
- ভট্টাচার্য, গোপিকামোহন। সামান্যবাদ। কলিকাতা: সংস্কৃত পুস্তক ভান্ডার, ১৩১৬ বঙ্গাব্দ।
- ভট্টাচার্য, পঞ্চানন শাস্ত্রী। বৌদ্ধ দর্শন। কলিকাতা: নব ভারত পাবলিশার্স, ১৪০১ বঙ্গাব্দ।
- ঘোষ, শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ। তর্কমৃত-ন্যায় প্রবেশ (১ম ভাগ)। কলিকাতা: লোটাস লাইব্রেরী, ১৮৪০ শকাব্দ।

- মন্ডল, প্রদ্যোত কুমার। বৈশেষিক দর্শন। কলকাতা: প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, ২০১১
- ভট্টাচার্য, অমিত। বৌদ্ধ দর্শন (দ্বিতীয় খণ্ড)। কলকাতা: সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ২০০৭
- চক্রবর্তী, সত্যজ্যোতি। সর্ব্বদর্শনসংগ্রহ (প্রথম খন্ড) কলকাতা: সাহিত্যশ্রী, ২০১৪
- মুখোপাধ্যায়, উপেন্দ্রনাথ সাংখ্য দর্শন (সাংখ্যপ্রবচন সূত্র) কলিকাতা: বসুমতী সাহিত্য মন্দির, ১৯৯৭।
- পাল, শ্রী মহেশচন্দ্র। সাংখ্যদর্শনম্ (সাংখ্যপ্রবচন সূত্র ও সাংখ্য প্রবচন ভাষ্য)। কলিকাতা: উপনিষদ কার্যালয়, ১৮০৭ শকাব্দ
- ভট্টাচার্য, পঞ্চানন। বেদান্ত পরিভাষা। কলিকাতা: সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ১৩৬৭ বঙ্গাব্দ
- ত্রিপাঠী, দীননাথ। আত্মতত্ত্ববিবেক (১ম খন্ড) কলিকাতা: সংস্কৃত কলেজ, ১৯৮৪।
- ভট্টাচার্য, করুণা। ন্যায়-বৈশেষিক দর্শন। কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, ২০১৩
- Jha, Ganganatha. Padarthadharmasangraha (with the Nyayakandali). Varanasi : Chaukhambha Orientalia, 1982.
- Sharma, Chandradhar. A Critical Survey of Indian Philosophy. Delhi: Motilal Banarasidass Publishers Private lImited, 2016.
- Bhattacharya, Amarendra Mohan and Narendra Chandra. Saptapadarthi (No-Viii). Calcutta : Metropolitan Printing & Publishing House Limited, 1935.
- Chatterjee Satishchandra and Dutta Dheerendramohan. An Introduction to Indian Philosophy, Calcutta : University of Calcutta, 1939.
- Swami Madhavananda. Vedanta-paribhasa. Belurmath, Howrah : The Ramakrishna Mission Sarada pitha, 1942.
- Gajendragadkar, veena. The Vaishesika categories : A logical Perspective. Indian Philosophical Quarterly, Vol. Viii, No-01. 1980, 107-119.